Date - 14/02/2019

১) 'Ethics' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখো।

⇒ 'Ethics' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Ethos' থেকে এসেছে। যার অর্থ হল অভ্যাস, আচার, ব্যবহার (Ethica), রীতি-নীতি, চরিত্র ইত্যাদি। সুতরাং 'Ethics' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চরিত্র সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। কাজেই বলা যায় যে, 'Ethics' বা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের রীতি সম্বন্ধীয় আচরণ বা অভ্যাসগত আচরণ।

২) নীতিবিদ্যা কাকে বলে?

⇒ অধ্যাপক উইলিয়াম লিলি নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি এইভাবে উপস্থাপন করেছেন – "নীতিবিজ্ঞান হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক আদর্শ নিষ্ঠ বিজ্ঞান যেখানে মানুষের আচরণ উচিত কি অনুচিত, ভালো কি মন্দ তা বিচার করা হয়।"

ম্যাকেঞ্জি এনীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় বলেছেন – "নীতিবিদ্যা হল আচরণের ~~প্রকৃতি~~ ঔচিত্য ও ভালমন্দ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান।"

22/02/2019

৩) নৈতিক ক্রিয়া কাকে বলে?

⇒ মানুষের যে ক্রিয়ার নৈতিক মূল্যায়ন করা হয় অর্থাৎ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করা যায়, তাকে বলা হয় নৈতিক ক্রিয়া। নৈতিক ক্রিয়ার বিষয় হিসাবে আমরা শুধু ঐচ্ছিক ক্রিয়ার উল্লেখ করতে পারি। কাজেই, বলা যায় যে, যে সমস্ত স্বেচ্ছাকৃত কর্মের দায়ভার আমরা গ্রহণ করি সেই কর্মকেই নৈতিক কর্ম বলে।

৪) অনৈতিক ক্রিয়া কাকে বলে?

⇒ যে সমস্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈতিক বিশেষণ ভালো-মন্দ ইত্যাদি প্রয়োগ করা যায় না এবং যে সমস্ত ক্রিয়া মানুষের স্বেচ্ছাকৃত নয় বাধ্যতামূলক সেই ক্রিয়াকে অনৈতিক ক্রিয়া বা নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া বলা হয়।

এই সমস্ত কর্ম যেহেতু মানুষের স্বেচ্ছাকৃত নয় তাই এর দায়ভারও মানুষ গ্রহণ করে না।

Scanned with CamScanner

Date - 16/02/2019

আলোচ্য বিষয়
নীতিবিজ্ঞানের ~~স্বরূপ~~, বা পরিধি ব্যাখ্যা করো।

⇒ প্রত্যেক বিজ্ঞানের নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় আছে। যেমন - উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রত্যেক বিজ্ঞান নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নীতিবিজ্ঞানও, অপরাপর বিজ্ঞানের মতো কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নীতিবিদ্যার পরিসর বা পরিধি। নীতিবিদ্যার পরিসরের অন্তর্গত কয়েকটি মুখ্য বিষয়ের উল্লেখ করা হল —

(i) <u>আচরণ</u> : নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় আচরণ। 'আচরণ' বলতে বোঝায়, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। কেবল ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। স্বেচ্ছাকৃত ~~কর্ম~~ কর্মের স্বরূপ কী। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ~~বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া~~র সঙ্গে অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার পার্থক্য কীরূপ? এই জাতীয় প্রশ্ন নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(ii) <u>আদর্শ নিষ্ঠ বিজ্ঞান</u> : নীতিবিদ্যা আচরণ সংক্রান্ত আদর্শ নিষ্ঠ বিজ্ঞান। যা বাস্তবে ঘটে তাকে বলে তথ্য। আদর্শ হল যা ঘটা উচিত। মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে মিথ্যা কথা বলে, তা বাস্তব ঘটনা বা তথ্য, কিন্তু মানুষের সত্য কথা বলা উচিত। তথ্য ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান অনতিক্রম্য। আদর্শ কখনই বাস্তবে পুরোপুরি রূপায়িত হতে পারে না। নীতিবিদ্যা কোনো এক চরমতম নৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে - আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব নির্ধারণ করে। ~~নৈতিক~~ ~~এর~~ মানব জীবনের পরম আদর্শ কী সুখ অথবা কোনো এক বিধি অথবা আত্মোপলব্ধি অথবা এদের সবগুলিই অথবা অন্যকিছু - এপ্রকার তাত্ত্বিক আলোচনাও নীতিবিদ্যার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

Scanned with CamScanner

(৩) নৈতিক বিচারের স্বরূপ : আচরণের নৈতিক বিচার প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা নৈতিক বিচারের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়। নৈতিক বিচার বলতে কী বোঝায়? নৈতিক বিচারের প্রকৃত কর্তা কে? নৈতিক বিচারের প্রকৃত বিষয় কী? নৈতিক বিচারের বিষয় কী কার্যমান, না উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়? নৈতিক বিচারের বৃত্তি কী এবং ঐ বৃত্তির স্বরূপই বা কী? নৈতিক বিচারের আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা এসব প্রশ্নগুলি আলোচনা করে।

(৪) বাধ্যতাবোধের স্বরূপ : নৈতিক বিচারের সঙ্গে যে বাধ্যতাবোধ জড়িত থাকে নীতিবিদ্যা সেই বাধ্যতাবোধের স্বরূপও নির্ধারণ করতে চায়। যখন আমরা সুকর্ম মনে করি সেই কাজটি অর্জন করার এবং যখন দুষ্কর্ম মনে করি সেই কাজটি অর্জন না করার একটা আদেশ যেন আমরা অন্তর থেকে অনুভব করি। সুকর্ম ও দুষ্কর্মের প্রতি অন্তরের এই আদেশকেই বলে নৈতিক বাধ্যতাবোধ। নীতিবিদ্যা এই নৈতিক বাধ্যতাবোধের স্বরূপ নির্ণয় করতে চায়।

(৫) পূর্ব স্বীকৃতি বা স্বীকার্য সত্য : নৈতিক শুভ-অশুভ বা ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়কে পূর্ব স্বীকৃতি বা স্বীকার্য সত্য রূপে গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের এমন কিছু স্বীকার্য সত্য থাকে যাদের ওপর বিজ্ঞান বিনা প্রমাণে স্বীকার করে। জড় বিজ্ঞান বিনা প্রমাণে জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে। মনোবিজ্ঞান বিনা প্রমাণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। নীতিবিদ্যারও এমন কয়েকটি স্বীকার্য সত্য আছে যেমন কোনো ব্যক্তির আচরণের নৈতিক বিচার প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা মেনে নেয় যে তার (১) ব্যক্তিত্ব আছে (২) বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আছে (৩) ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে। নীতিবিদ্যা এই সব স্বীকার্য সত্য নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়।

Scanned with CamScanner

(vi) নৈতিক বিচারশক্তি : নীতিবিদ্যা নৈতিক ভাবাবেগ ও নৈতিক বিচারশক্তি বা নৈতিক বিচার বৃত্তি নিয়েও আলোচনা করে। সৎকাজ সমাজে প্রশংসিত হয়, অসৎ কাজ নিন্দিত হয়। সৎকাজ মানুষের মনে সন্তোষ সঞ্চার করে, অসৎ কাজ অসন্তোষের কারণ হয়। সৎ কাজ ও অসৎ কাজের প্রতি আমাদের এই প্রকার মনোভাবকেই 'নৈতিক ভাবাবেগ' বলে। আবার স্বেচ্ছাকৃত কর্মের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে নৈতিক বিচারের বৃত্তির প্রয়োজন হয়। এই নৈতিক বিচারের বৃত্তিকে বিবেকও বলা হয়।

(vii) সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ : নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সমাজে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি অপরের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে সে অপরাধী রূপে শাস্তিযোগ্য হবে। অপরাধ একপ্রকার সামাজিক ব্যাধি। এই সামাজিক ব্যাধির মূল কী? অপরাধীকে শাস্তি দেবার নৈতিক ভিত্তি আছে কী? সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা এই জাতীয় প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করে।

(viii) বিভিন্ন নৈতিক প্রত্যয় : সর্বোপরি নীতিবিদ্যা বিভিন্ন নৈতিক প্রত্যয়- ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিত ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণের সুস্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করতে চায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এইসব নৈতিক বিশেষণগুলি প্রায়শই ব্যবহার করলেও ওইসব সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তাই যখন ভালো-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের নৈতিক বিচার অনেক সময় সঠিক হতে পারে না। নীতিবিদ্যার প্রধান কাজই হল নৈতিক প্রত্যয় সমূহের অর্থকে সুস্পষ্ট করা।

Date - 22/02/2019

নীতিবিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয় কেন?

⇒ বিজ্ঞান হিসাবে নীতিবিদ্যার কিছু সুস্পষ্ট অভিপ্রায় আছে। আমাদের আলোচনা থেকে, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি লক্ষ্য করে নীতিবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে বিবেচনা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল নীতিবিজ্ঞান কী ধরনের বিজ্ঞান? এর উত্তরে বলা যায় নীতিবিদ্যা হল এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান বস্তু বা ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার পরিবর্তে, কোনো আদর্শের মানদণ্ডে তাদের মূল্যায়ন করে, তাকে বলা হয় 'আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান'।

যেইসব বিজ্ঞান জগতে বস্তু যেমন আছে বা যেমন ঘটে চলেছে তা আলোচিত হয় না; ঐইসব বিজ্ঞান কোনো এক আদর্শকে সামনে রেখে ঐইসব বস্তু বা ঘটনার মূল্য বিচার করা হয়। মনুষ্য জীবনের তিনটি আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয় - সত্য, শিব বা কল্যাণ এবং সুন্দর। এই তিনটি আদর্শের মধ্যে শিব বা কল্যাণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নীতিবিদ্যা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কার্যাদির নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে চায়।

সুতরাং নীতিবিদ্যা বিজ্ঞান কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। 'আদর্শনিষ্ঠ' বিশেষণটি যুক্ত না হলে নীতিবিদ্যার মূল্যবোধমূলকটি ধরা পড়ে না এবং সেক্ষেত্রে নীতিবিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার প্রভৃতি বিজ্ঞানের যে পার্থক্য তার উল্লেখ করা হয় না। মানুষ বাস্তবে কেমন আচরণ করে - এটা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, নীতিবিদ্যার নয়। মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত যাতে সে কল্যাণকে লাভ করতে পারে - এটা নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, মনোবিদ্যার নয়। কাজেই, নীতিবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা গেলেও তাকে বিশেষণ যুক্ত করে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানই বলতে হয়।

Scanned with CamScanner

~~[illegible]~~

কয়েকটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো।

⇒ মানুষের। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া কেননা অনৈচ্ছিক ক্রিয়াকে ভালো-মন্দ ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। নিম্নে কয়েকটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার উল্লেখ করা হল —

(i) **স্বয়ংক্রিয়া** : মানব শিশুর জন্মলগ্ন থেকেই যে সব দৈহিক ~~[illegible]~~ দেহের ক্রিয়ার সূচনা হয় সেসব স্বয়ংক্রিয়া। রক্ত চলাচল ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, যকৃৎ, প্লীহা বিভিন্ন গ্রন্থির ক্রিয়া অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র গুলির ক্রিয়া হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়া। ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আপনাআপনি ক্রিয়া করার জন্য এইসব ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াকে আমরা যেমন ভালো বলি না তেমনি মন্দও বলি না কেননা তা ইচ্ছাধীন নয় স্বয়ংক্রিয়া।

08/03/19

(ii) **স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া** : দেহযন্ত্রের সঞ্চিত শক্তিই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অকারণে শিশুর হাত-পা ছোঁড়া, হাঁসা-কাঁদা প্রভৃতি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। এইজাতীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর দেহস্থ সঞ্চিত স্নায়ুশক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়, তাই ওইসব ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তৃপ্তিবোধ করে আবার ওইসব ক্রিয়া পথে বাধা সৃষ্টি করলে, যেমন - হাত পা ধরে রাখলে শিশু অতৃপ্তিবোধ করে যা কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই জাতীয় ক্রিয়া শিশু সচেতনভাবে করে না। তাই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ও নীতিবহির্ভূত।

(iii) **প্রতিবর্তক্রিয়া** : উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করা মাত্র, চেতনা নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বশিক্ষা ছাড়াই, তৎক্ষণাৎ এবং বারবার একইভাবে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাকেই বলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া। যেমন - চোখের মধ্যে তীব্র আলোক প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ তারারন্ধ্র সংকুচিত হওয়া, গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্র

Scanned with CamScanner

হাত সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি হচ্ছে প্রতিবর্ত ক্রিয়া। প্রতিবর্ত ক্রিয়া আবার দুই প্রকার হতে পারে - শারীরিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া, সংবেদনমূলক প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এইসব ক্রিয়া অনৈচ্ছিক এবং সেই কারণে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে না। প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত।

(iv) সহজাত ক্রিয়া: যে জন্মগত শক্তির জন্য এক শ্রেণীর সকল প্রাণী কোনো রূপ শিক্ষা বা সংকল্পের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে, অজ্ঞাত সারে, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষামূলক জৈব উদ্দেশ্য সাধন করে, তাকে বলে সহজাত প্রবৃত্তি এবং ওই প্রবৃত্তির প্রকাশকে বলে সহজাত ক্রিয়া। প্রাণীর জৈব প্রয়োজন সাধন অনুসারে চারপ্রকার সহজাত প্রবৃত্তি এবং তার প্রকাশ সহজাত ক্রিয়ার উল্লেখ করা হল। যথা - 1) খাদ্য সংগ্রহ মূলক 2) আত্মরক্ষা মূলক 3) সন্তান পালন মূলক 4) যৌন সঙ্গম মূলক। প্রথম দুই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা আত্মরক্ষা করে। বাকি দুই প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা প্রাণী বংশ রক্ষা করে। সহজাত ক্রিয়া সজ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা প্রসূত নয়। সহজাত প্রবৃত্তি এক অন্ধ তাড়না হওয়ায় ওই প্রবৃত্তির প্রকাশ যে সহজাত ক্রিয়া তা ইচ্ছামূলক নয় অর্থাৎ অনৈতিক ক্রিয়ার অন্তর্গত।

(v) ভাবজ ক্রিয়া: যখন কোনো মনের ভাব বা ধারণা এতই তীব্র হয় যে তা স্বতঃই কর্মে পরিণত হয়, কর্মের জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তখনই সেই ক্রিয়াকে ভাবজ ক্রিয়া বলে। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূলে ভাব বা ধারণা থাকলেও সেই ভাব বা ধারণাকে চেষ্টার সাহায্যে ধারণা করতে পারি। কিন্তু ভাবজ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভাব বা ধারণাটির উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না, ধারণাটি নিজ শক্তিতেই ক্রিয়াতে পরিণত হয় - ভাব বা ধারণা অনুসারে আমরা ক্রিয়া না করে পারি না, কাজেই ভাবজ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। যেমন - ধূমপায়ী প্রায়শই অপরের কাছ থেকে দেশলাই বাক্স নিয়ে নিজের পকেটে রাখে।

শিশুটি যেমন আমার সামনে থাকে দেওয়ালেই বাবলু তেমনি আমার সামনেই থাকে' – এই বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুমনটি অপরের দেওয়ালেই বাবলু কি তাড়াতাড়ি নিজের সামনে রাখে।

(vi) <u>অনুকরণমূলক ক্রিয়া</u> : অপরের অনুকরণ করে যে ক্রিয়া তা অনুকরণমূলক ক্রিয়া। অনুকরণমূলক ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত হতে পারে বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া হতে পারে। ইচ্ছাকৃত অনুকরণমূলক ক্রিয়া নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হলেও অনৈচ্ছিক অনুকরণমূলক ক্রিয়া অনৈতিক। শিশুদের অনুকরণমূলক ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত (অনৈচ্ছিক) হওয়ায় তাদের এই প্রকার ক্রিয়াকে ভালোমন্দ কিছুই বলা যায় না। অপরের হাসি দেখে শিশুও হাসে, অপরের ভিড় দেখলে শিশুও ভিড় দেখায়। সেই কারণে শিশুদের অনুকরণমূলক ক্রিয়াকে অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত রূপে গণ্য করা হয়।

(vii) <u>আকস্মিক ক্রিয়া</u> : আকস্মিক ক্রিয়া ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় তা অনৈতিক বা নীতিবহির্ভূত ক্রিয়া। দৈবাৎ হাত থেকে একে অপরের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলে সেই ক্রিয়াকে 'ভাল', 'মন্দ' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। আকস্মিক ক্রিয়া কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় তা অনৈতিক।

(viii) <u>অপরাধী বা উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়া</u> : উন্মাদ ও অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ক্রিয়া বিচারবুদ্ধি প্রসূত না হওয়ায় সেসব অনৈতিক ক্রিয়া। উন্মাদ ব্যক্তির ক্রিয়ার মূলে আছে অবচেতন বা নিজ্ঞানের কোন অবদমিত কামনা-বাসনা, সজ্ঞান কামনা ইচ্ছা নয়। চেতন মনের ইচ্ছাকৃত না হওয়ায় অপরাধী ও উন্মাদের ক্রিয়া নৈতিক বিচার হতে পারে না।

Scanned with CamScanner

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বলতে কী বোঝো? ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি আলোচনা করো।

=> নির্দিষ্ট কোনো অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পূর্বসংকল্প অনুসারে এবং অন্যান্যদের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠিত কর্মই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া।

অন্যভাবে বলা যায়, কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে কোনো কর্ম করে তখন তাকে বলে ঐচ্ছিক বা স্বেচ্ছাকৃত কর্ম।

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার স্বকীয় সচেতন ইচ্ছার দ্বারা কর্মটি সম্পন্ন করে এবং ঐ ক্রিয়ার জন্য তাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়– (i) মানসিক স্তর (ii) দৈহিক স্তর (iii) দেহবহির্ভূত স্তর বা বাহ্য স্তর।

(i) মানসিক স্তর: মানসিক স্তরের আবার বিভিন্ন উপস্তর আছে। যথা– (a) কর্মের উৎস: অভাব বোধ: ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস হল অভাববোধ। এই অভাববোধ মাত্রই বেদনা দায়ক। বেদনাদায়ক অভাববোধই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস। অভাববোধ বর্তমানের হতে পারে আবার ভবিষ্যতেরও হতে পারে; নিজের হতে পারে, অপরের জন্যও হতে পারে। যেমন– 'পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বইটি আমার এখনই প্রয়োজন'। এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে বাস্তব বা বর্তমানের। 'সামনে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বইটি আমার প্রয়োজন হবে'– এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে কাল্পনিক বা ভবিষ্যতের। তেমনি বইটি আমার নিজের পড়ার জন্য প্রয়োজন। ~~আমার নিজের পড়ার জ~~ এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে তা হবে নিজের প্রয়োজনে অভাববোধ, আর বইটি

Scanned with CamScanner

আমার বস্ত্রের প্রয়োজন - এমন অভাববোধ থেকে বাইরে বিলাতে গেলে হবে আহারের জন্য অভাববোধ। তবে অভাববোধের প্রকৃতি যাই হোক না কেন তা সর্বদাই বেদনাদায়ক. অভাবজনিত এই বেদনা বা অস্বস্তিবোধই প্রেষণা ক্রিয়ার মূল উৎস।

২) <u>লক্ষ্য</u> : অভাববোধ থেকে দেখা দেয় সেই বস্তু কামনা. যা ঐ অভাবের নিরসন ঘটাতে পারে। ঐ বস্তুই হচ্ছে প্রেষণাকৃত কর্মের কাম্যবস্তু বা লক্ষ্য বস্তু, যাকে পাবার জন্য কর্মটি করা হয়। অভাববোধের সঙ্গে লক্ষ্য বস্তুর ধারণা যুক্ত না হলে প্রেষণামূলক কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। অভাববোধ যে পাঠ্যপুস্তকের এমন ধারণা আমার না হলে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের জন্য আমি সচেষ্ট হতে পারি না। পাঠ্য পুস্তকের ধারণায় (লক্ষ্য বস্তুর ধারণা) আমাকে কার্যে প্রবৃত্ত করে।

৩) <u>কামনা</u> : অভাববোধের সঙ্গে লক্ষ্য বস্তুর ধারণা যুক্ত হলে যে মানসিক অবস্থার উৎপত্তি হয় তাকেই বলে কামনা। লক্ষ্য বস্তু লাভের কামনা জাগ্রত না হলে প্রেষণামূলক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে না। কামনার মধ্যে থাকে একপ্রকার তাড়না - লক্ষ্য বস্তু লাভের তাড়না বা ব্যাকুলতা, এবং এই ব্যাকুলতায় ব্যক্তিকে কার্যে প্রবৃত্ত করে।

৪) <u>কামনার দ্বন্দ্ব</u> : মানুষের জীবনে কামনার অন্ত নেই। একই সঙ্গে একাধিক কামনা দেখা দিতে পারে। অনেক কামনার পরিতৃপ্তি সাধারণত একই সঙ্গে সম্ভব হয় না বলে কোনো একটি কামনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অপরাপর কামনাগুলি মন থেকে সরিয়ে রাখতে হয়। এরই ফলে কামনার জগতে একাধিক কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সূত্রপাত হয়। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য একটি বই কেনা, চলতি বর্ষার জন্য একটি ছাতা কেনা — এসব কামনা একই সঙ্গে দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এমন যা টাকা আছে তাতে একটি কামনার পরিতৃপ্তি সম্ভব হলেও সবগুলির পরিতৃপ্তি সম্ভব হতে পারে না। কাজেই, কামনার গুরুত্ব অনুসারে আমাকে কোনো

Scanned with CamScanner

একটিকে বেছে নিয়ে বাকিগুলিকে সাময়িকভাবে বাতিল করতে হয়। এবং তার ফলে আমাদের কামনার জগতের একাধিক কামনাগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। মানুষ মাত্রই কামনার জগতের এই বিরোধের সম্মুখীন হয়।

ঘ) **বিবেচনা**: বিভিন্ন কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বিচার বিবেচনাপূর্বক কামনাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। বর্তমান অবস্থায় কোন কামনাটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি, কোনটি অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যবান ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কোনো একটি কামনাকে নির্বাচন করে তারই পরিতৃপ্তির জন্য সচেষ্ট হতে হয়।

ঙ) **মীমাংসা ও নিষ্পত্তি**: কামনার দ্বন্দ্বে মন যখন বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেয় তখন সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। এমন অবস্থায় ব্যক্তি তার নির্বাচিত কামনার পরিতৃপ্তি লাভ করবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হয় এবং মানসিক স্তরের এখানেই অবসান ঘটে।

(ii) **দৈহিক স্তর**: মানসিক স্তরের অবসানের পর সংকল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য দৈহিক পরিবর্তনের অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। এই প্রকার অঙ্গ সঞ্চালন তা কর্ম-কর্তা সচেতনভাবে নির্ধারণ করে। কামনার প্রকৃতি অনুসারে দৈহিক পরিবর্তনেরও ভিন্নতা দেখা দেয়। কামনার বিষয় পাঠ্যপুস্তক হলে দেহকে বই দোকানে, ছাতা হলে ছাতার দোকানে, জুতা হলে জুতার দোকানে দেহকে চালিত করতে হয়।

(iii) **দেহবহির্ভূত স্তর বা বাহ্য স্তর**: দৈহিক ক্রিয়ার ফলে বহির্জগতেও কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন- পাঠ্যপুস্তক কেনার পর বইটি আর দোকানে থাকে না। তোমার পড়ার ঘরে স্থান লাভ করে। লক্ষ্য বস্তু লাভ করা, লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা, ইষ্ট বা অনিষ্ট ফল লাভ করা — এই সবও বাহ্য জগতে পরিবর্তন ঘটায়।